খোৎবার সারাংশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

২৪ মে, ২০১৯

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) আজ ২৪ মে, ২০১৯ ইসলামাবাদ, টিলফোর্ডের মসজিদে মোবারক থেকে খিলাফত দিবসকে সামনে রেখে খিলাফত ও আনুগত্য সম্পর্কে খুতবা প্রদান করেন।

হুযুর (আই.) তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা নূরের ৫২-৫৮ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। এই আয়াতগুলোর মধ্যে আয়াতে ইস্তেখলাফও রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদের মধ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন; এছাড়া এর আগের ও পরেরও কিছু আয়াত রয়েছে। আর এই সবগুলো আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশাবলী মানার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে; যদি এমনটি করা হয় তবে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফত দানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন; আল্লাহ্ তা'লা ভয়ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় বদলে দেবেন, শত্রুদেরকে ব্যর্থ করবেন। অতঃপর হুযুর (আই.) এই আয়াতগুলোর অনুবাদও উপস্থাপন করেন ও এর আলোকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সবকিছু একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন– তোমরা হাজার বার দাবী করতে পার যে তোমরা মুমিন, কিন্দ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রত্যেক পরীক্ষা ও বিপদের সময় অবিচলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী নিঃশঙ্ক চিত্তে ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পালন না করবে, তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে না। প্রকৃত সাফল্য পেতে হলে এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক; আল্লাহ্ তা'লার সন্দষ্টি অর্জনের জন্য হৃদয়ে এই ভয় লালন করে যে 'আমার প্রিয় খোদা আমার কোন কাজের জন্য আমার উপর অসন্দষ্ট না হয়ে যান'– আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন করা আবশ্যক। তেমনিভাবে তাকওয়ার উপরও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যদি আমরা এমনটি করি, তাহলে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারব, আর আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তাও লাভ করব। যদি আমরা হিসাব করি তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাব, আনুগত্যের সেই মান অর্জন করা হয় না যা করা প্রয়োজন। যদি কোন সিদ্ধান্ত মান্য করাও হয় যা কি-না মনঃপূত হয় নি, তবে তা অনীহার সাথে করা হয়। এই আয়াতগুলোতে বারংবার আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর খিলাফত বহমান রাখার প্রতিশ্রুতি এরই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে; আল্লাহ্ তা'লা যেন বলে দিচ্ছেন- খিলাফত ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী ও ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। সুতরাং খিলাফতের আনুগত্যও নিতান্ত আবশ্যক, কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ।

মহানবী (সা.) তো বলেছেন, যে তাঁর আমীরের আনুগত্য করে সে আসলে তাঁরই (সা.) আনুগত্য করে, আর তাঁর (সা.) আনুগত্য করা হল আল্লাহ্র আনুগত্য করা, এর বিপরীতে তাঁর (সা.) আমীরকে অমান্য করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্কে অমান্য করার শামিল; সেদিক থেকে খলীফার আনুগত্য তো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবীরা কিভাবে খুশিমনে খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করতেন, হুযুর তার একটি উদাহরণ তুলে ধরেন। একটি যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালীদ নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন; যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হযরত উমর (রা.) আবু উবায়দাকে নেতৃত্ব দান করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ যখন তা জানতে পারেন, তখন নিঃসংকোচে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিকের মত যুদ্ধ করেছেন। একজন মুমিনের আনুগত্যের মান এমনটি হওয়া উচিত।

হুযুর বলেন, আমি জানতে পেরেছি, কয়েকজন প্রেসিডেন্ট জুন মাসে তাদের দায়িত্ব শেষ হতে যাচ্ছে জেনে আগেই কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন, যেহেতু তারা জানে যে নতুন নিয়মানুসারে তারা আর এই পদে থাকবে না। তারা কি এজন্য কাজ করত যেন আজীবন তারাই কর্মকর্তা থাকতে পারে? এমন চিন্তাধারা একদিকে ধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততা, অপরদিকে এটি বিদ্রোহমূলক চিন্তাধারা, নিজেকে খিলাফতের আনুগত্যের বাইরে নিক্ষেপকারী চিন্তাধারা। এমন লোকদের তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত এবং আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত। মহানবী (সা.) তো একবার এশর্তে বয়আত নিয়েছিলেন যে 'শুনব ও মানব, আমাদের ভাল লাগুক বা না-ই লাগুক'। তিনি (সা.) এ-ও বলেছেন, যে ব্যক্তি যুগের ইমামের বয়আত না করে মৃত্যুবরণ করে, সে অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করে। আমরা তো সৌভাগ্যবান যে আমরা যুগের ইমামের হাতে বয়আত করতে পেরেছি এবং অজ্ঞদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হই নি; কিন্দ আমাদের কর্ম যদি এই বয়আতের পরও অজ্ঞতামূলক হয়, তবে কার্যত আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বয়আত থেকে বহিষ্কারকারী হব।

সুতরাং বয়আতের পর নিজেদের চিন্তাধারাকে সঠিক পথে রাখা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন একান্ত আবশ্যক। যুগ-ইমাম তার হাতে বয়আতকারীদের সম্পর্কে বলেছেন– সেই ব্যক্তিই আমাদের জামাতে প্রবেশ করে যে আমাদেও শিক্ষাকে নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং নিজ সাধ্যানুসারে তা পালন করে; কিন্দ যে শুধুমাত্র নাম লিখায়, সেই শিক্ষামত কাজ করে না, সে যেন মনে রাখে- খোদা তা'লা এই জামাতকে এক বিশেষ জামাত বানানোর ইচ্ছা রাখেন, আর কোন ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে জামাতে নেই, কেবলমাত্র নাম লিখানোর ফলে জামাতে থাকতে পারবে না। হুযুর উল্লেখিত আয়াতগুলোর আলোকে আনুগত্যের মান কেমন হওয়া উচিত তা তুলে ধরেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরা অনেক বড় বড় কসম

খায়- 'যদি আপনি হুকুম দেন তবে আমরা অমুক করব তমুক করব!' কিন্দ নির্দেশ দিলে আর তা মানে না। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা বড় বড় কসম খেয়ো না, স্বাভাবিক বা সঙ্গতভাবে আনুগত্য করলেই চলবে। হুযুর বলেন, অনেকে খলীফার আনুগত্যের বেলায় 'মারূফ' বা ন্যায়সঙ্গত শব্দটির নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা করে। এমন লোকদের জন্য তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন যে কুরআন শরীফে মহানবী (সা.)-এর বয়আত প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে- তারা কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে তোমাকে অমান্য করে না। প্রশ্ন হল, তাহলে কি মহানবী (সা.)-ও কোন অন্যায় নির্দেশ প্রদান করতেন যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন? বস্দতঃ আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশের সরাসরি বিপরীত কোন নির্দেশ হল অসঙ্গত, যা কোন খলীফা কখনো দেন না; এছাড়া খলীফার সব সিদ্ধান্তই ন্যায়সঙ্গত বা মারূফ সিদ্ধান্ত। তাই যারা একথা মাথায় রেখে পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে, তারাই মুক্তি পাবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও রহমত লাভ করতে হলে আমাদেও নিজেদের অবস্থা শোধরাতে হবে; আর যখন আল্লাহ্র রহমত আমাদেরকে তাঁর রহমানিয়্যত ও রহিমিয়্যতের চাদওে আবৃত করে নিবে, তখন শত্রুদের ষড়যন্ত্রও উল্টো তাদের উপর বর্তাবে আর তারা নিকৃষ্ট পরিণতি বরণ করবে। এজন্য আমাদের নিজেদের যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে।

হুযুর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেন, যেগুলো থেকে জানা যায় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর জামাতকে কেমন সব অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে যা সবাইকে বিচলিত করে দিচ্ছিল, আর এরপর খিলাফতের মাধ্যমে জামাত প্রশান্তি লাভ করে; যারা পরবর্তীতে খিলাফতের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎলাহোরী জামাত, প্রথম খিলাফতের শুরুর দিকে তাদের আচরণ কেমন ছিল আর পরে বা খিলাফতে সানীয়ার নির্বাচনের পর তাদের আচরণ কেমন হয়েছে; শত্রুরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কেমন উল্লসিত হয়েছিল যে জামাত এখন ধ্বংস হয়ে যাবে, বা খলীফা আউয়ালের মৃত্যুর পরও তাদের কেমন উল্লাস হয়েছিল আর খিলাফতের মাধ্যমে তাদের বৃথা উল্লাসকে আল্লাহ্ তা'লা বারংবার ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তারপর হুযুর এই যুগে
আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের কল্যাণে ও সমর্থনে যেসব নিদর্শন প্রদান করে চলেছেন এবং খিলাফতের মাধ্যমে ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষেরাও যার সাক্ষী হয়েছে, এমন কতিপয় ঘটনাও তুলে ধরেন। পরিশেষে হুযুর বলেন, যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী পালন করতে থাকবে, নিজেদের নামাযের হিফাযত করবে, আত্মা ও সম্পদের পরিশুদ্ধি করতে থাকবে, আনুগত্যের উচ্চ মান প্রদর্শন করতে থাকবে, তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমেই পৃথিবী এক উম্মতে পরিণত হতে পারে, নতুবা নয়। তাই এটি অর্জনের জন্য, আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি সর্বদা লাভের জন্য জামাতের সদস্যদের, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের দোয়া করতে থাকা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা যেন এই কল্যাণধারা সর্বদা বহমান রাখেন। দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা দ্বারা আমরা যেন সারা পৃথিবীকে মুসলমান বানাতে পারি, এক উম্মতে পরিণত করতে পারি এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত করতে পারি– আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

হুযুর বলেন, বিগত খুতবায় মসজিদের উদ্বোধন সম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তা হল- হুযুর কানাডা সফরে থাকার কারণে এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্বয়ং রাখতে পারেন নি; তিনি দোয়া করে ইট দিয়ে গিয়েছিলেন, আর ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মোকাররম মরহুম উসমান চীনি সাহেব এর ভিত্তি রাখেন। তাই তার জন্য ও বিশেষভাবে চীনে খাঁটি ইসলাম আহমদীয়াতের বিস্তারের জন্য দোয়া করতে বলেন, একইসাথে সারা পৃথিবীতেও যেন আহমদীয়াত বিস্তৃত হয়। (আমীন)

২৬ এপ্রিল, ২০১৯

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গতকাল ২৬শে এপ্রিল, ২০১৯ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, বিগত খুতবায় আমি হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একথা বলে শেষ করেছিলাম যে, তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত প্রথম ব্যক্তি। হুযূর এ প্রসঙ্গে জান্নাতুল বাকীর গোড়াপত্তনের ইতিহাস তুলে ধরেন।

মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের সময় সেখানে অনেক কবরস্থান ছিল, ইহুদীসহ প্রত্যেক গোত্রেরই পৃথক পৃথক কবরস্থান ছিল। তবে সব কবরস্থানের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো কবরস্থান ছিল বাকীউল গারকাদ, যা মহানবী (সা.) পরে মুসলমানদের কবরস্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন; এটিই জান্নাতুল বাকী নামে পরিচিতি পায় আর একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশেই এটিকে নির্বাচন করেন। এই কবরস্থানে প্রচুর গারকাদ বা বক্সথর্ন (একপ্রকার কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়) ও অন্যান্য আগাছা জন্মাত, মশা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের আখড়া ছিল। হযরত উসমান বিন মাযউনই ছিলেন সেখানে সমাহিত প্রথম মুসলমান। মহানবী (সা.) তার কবরের মাথার কাছে চিহ্নস্বরূপ একটি পাথর রেখে দেন আর বলেন, সে আমাদের অগ্রদূত। এরপর যখনই কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করতো এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তাকে কোথায় দাফন করা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা চাইলে তিনি (সা.) বলতেন, আমাদের অগ্রদূত উসমান বিন মাযউনের কাছে তাকে সমাহিত করো। হযরত উসমান বিন মাযউনের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) তার শবদেহের কাছে আসেন এবং বলেন, "হে আবু সায়েব! আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি এমন অবস্থায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছ যে, পৃথিবীর কোন জিনিস তোমাকে দূষিত করতে পারে নি।" মহানবী (সা.) তার লাশের কপালে চুমু খান এবং তাঁর (সা.) চোখ দিয়ে তখন এত অশ্রু ঝরছিল যে, তা হযরত উসমানের গালের ওপর পড়তে থাকে। মহানবী (সা.)-এর সাহেবযাদা হযরত ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আমাদের প্রয়াত পুণ্যবান প্রিয়জন উসমান বিন মাযউনের সান্নিধ্যে যাও।

হযরত উসমান বিন আফফান বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন মাযউনের জানাযা মহানবী (সা.) চার তকবীরে পড়িয়েছেন। তাকে দাফন করার সময় মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে একটি পাথর তুলে আনতে বলেন। কিন্তু পাথর ভারী হওয়ায় তিনি তা উঠাতে পারেন নি। তখন মহানবী (সা.) স্বয়ং নিজের জামার আস্তিন গুটিয়ে স্বহস্তেসেই পাথর তুলে আনেন এবং তার সমাধির শিয়রের কাছে রাখেন। হযরত উসমান বিন মাযউনের মৃত্যুতে তার স্ত্রী অত্যন্ত আবেগপূর্ণ শোকগাথা রচনা করেন। হযরত উম্মে আলা, যিনি এক আনসারী মুসলিম রমনী ছিলেন, তিনি বলেন, যখন মুহাজিররা কে কার বাড়িতে থাকবে- এই বিষয়ে লটারি করা হয়, তখন হযরত উসমান বিন মাযউন আমাদের ভাগে পড়েন। তিনি আমাদের কাছে থাকেন; যখন তিনি অসুস্থ হন, আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করি। তিনি মৃত্যুবরণ করলে আমরা তাকে তার পরিহিত পোশাকেই দাফন করি। তার মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন। আমি বললাম, হে আবু সায়েব, আপনার ওপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য হল- আল্লাহ্ অবশ্যই আপনাকে সম্মানিত করেছেন।' মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে অবশ্যই সম্মানিত করেছেন? উম্মে আলা বলেন, আমি জানি না, এটি আমার আবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মহানবী (সা.) বলেন, "উসমান তো এখন মারা গিয়েছে, আর আমি তার ব্যাপারে ভালো কিছুরই আশা রাখি; কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি নিজে আল্লাহ্র রসূল হওয়া সত্ত্বেও এটি জানি না যে,

উসমানের সাথে কী হবে।” উম্মে আলা বলেন, ভবিষ্যতে তিনি কখনো আর এমনটি বলবেন না। সেদিন রাতে তিনি যখন ঘুমান, তখন তিনি স্বপ্নে একটি প্রবাহমান ঝর্ণা দেখেন আর তাকে বলা হয়- এটি উসমানের ঝর্ণা। তিনি মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নের কথা বলেন; মহানবী (সা.) ব্যাখ্যা করে বলেন, এটি তার কর্মের ঝর্ণা যা জান্নাতে প্রবাহমান। এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর তরবীয়তের রীতি যে, ধারণাবশে কারও ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভের বিষয়ে জোরালো সাক্ষ্য দিয়ে দিও না; কিন্তু যখন স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদার বিষয়টি দেখিয়ে দেন তখন তিনি (সা.) সেটির সত্যায়নও করেছেন। নতুবা মহানবী (সা.) তো জানতেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা বদরী সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট; আর তিনি (সা.) নিজেও তার জন্য যেভাবে দোয়া করেছেন বা আবেগ দেখিয়েছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তার ব্যাপারে এরূপই আশা রাখতেন। কিন্তু তবুও তিনি শিখিয়েছেন, কারও ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে পার না। হুযূর দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগত তার মর্যাদা উন্নত করতে থাকুন আর তার পুণ্য-আদর্শ আমরাও যেন নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে পারি–সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

হুযূর এরপর হযরত ওয়াহাব বিন সা'দ বিন আবি সার্‌হ্ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করেন। তার পিতার নাম ছিল সা'দ, তিনি বনু আমের বিন লুআই গোত্রের লোক ছিলেন। মুরতাদ হয়ে যাওয়া কাতেবে ওহী আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সার্‌হ্‌তারই ভাই ছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে হুযূর আব্দুল্লাহ্‌র মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ও পরবর্তীতে তাকে পুনরায় ক্ষমা করে দিয়ে মুসলমান হওয়ার সুযোগ দেয়ার ঘটনাও বর্ণনা করেন। হযরত ওয়াহাব মদীনায় হিজরতের সময় কুলসুম বিন হিদমের বাড়িতে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) তার ও হযরত সুয়াইদ বিন আমরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। তারা দু'জনই মূতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। হযরত ওয়াহাব বদর, উহুদ, খন্দক ও খায়বারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ৮ম হিজরির জমাদিউল উলা মাসে মূতার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন, শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ৪০ বছর। প্রাসঙ্গিকভাবে হুযূর মূতার যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও তুলে ধরেন। মূলত বসরার শাসকের কাছে প্রেরিত মহানবী (সা.)-এর দূত হযরত হারেস বিন উমায়েরকে মূতায় রোমান রাজ্যের একজন আমীর শারাহবিল বিন আমরকে অকারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণেই মূতার যুদ্ধ পরিচালিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারসার ওপর নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন ও বলে দেন, তিনি মৃত্যুবরণ করলে যেন যথাক্রমে হযরত জাফর ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা নেতৃত্ব দেন; তাদের তিনজনের মৃত্যু হলে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ স্বয়ং নেতৃত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেন আর আল্লাহ্ তা'লা তার হাতে বিজয় দান করেন। হুযূর দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা এই সাহাবীদের মর্যাদা সর্বদা উন্নত থেকে উন্নততর করতে থাকুন। (আমীন)

এরপর হুযূর জামাতের কয়েকজন নিষ্ঠাবান সেবকের স্মৃতিচারণ করেন, যারা সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। প্রথম জানাযা মুরব্বী সিলসিলাহ্ শ্রদ্ধেয় মালেক মোহাম্মদ আকরাম সাহেবের, যিনি ২৫শে এপ্রিল যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার জানাযাটি উপস্থিত জানাযা; বাকি জানাযাগুলো গায়েবানা জানাযা। এর মধ্যে প্রথমে রয়েছে জামাতের মুবাল্লিগ শ্রদ্ধেয় চৌধুরী আব্দুশ শাকুর সাহেবের জানাযা। যিনি গত ১২ই এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। তারপরে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় মালেক সালেহ মোহাম্মদ সাহেব, মুয়াল্লিম ওয়াকফে জাদীদ, যিনি ২১শে এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। এরপরে রয়েছেন তাঞ্জানিয়ার শ্রদ্ধেয় ওয়েশে জুমা সাহেব, যিনি গত ১৩ই মার্চইন্তেকাল করেন। হুযূর প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণে তাদের অসাধারণ সব গুণাবলীর উল্লেখ করেন, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। হুযূর মরহুমদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের বংশধরদেরকেও তাদের গুণাবলী নিজেদের মাঝে ধারণ করার তৌফিক দান করেন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল।]

বাংলা ডেস্ক রিপোর্ট

কুইন্স, নিউ ইয়র্ক

- গত ২০শে এপ্রিল ২০১৯ ইং তারিখে বায়তুজ জাফর মসজিদে ক্যারিবিয়ান এবং বাংলা বিভাগের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয় এবং এর সভাপতিত্ব করেন মোহতরম সদর সাহেব। বাংলা বিভাগের ন্যাশনাল ইনচার্জ, মির্জা গোলাম রাব্বী সাহেব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কনফারেন্স কলের মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। রানা বখতিয়ার সাহেব এবং সামির রহমান সাহেব তাদের আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্তির ইতিহাস সবাইকে জানান। মোহতরম সদর, আব্দুল গফুর সাহেবের সমাপনী বক্তব্য এবং নীরবে দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

বিশেষ রিপোর্ট

সাক্ষাৎকার: আরব বিশ্বের আহমদীয়াত

(জনাব তামিম আবু দাক্কা জর্ডানের নাগরিক। তিনি লন্ডনে আরবী ডেস্কে কাজ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ইসলামি আলেম। তিনি বাংলাদেশে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং বাংলাদেশে এমটিএ ইউনিটটি দেখে আশা প্রকাশ ও দোয়া করেন যেন অচিরেই এমটিএ আলআরাবিয়ার মতো বাংলা ভাষায় এমটিএ বাংলা চ্যানেল চালু হয়।)

আহমেদ তবসির চৌধুরীঃ বাংলাদেশে সংখ্যাধিক্য

সাধারণ মুসলমানগণ প্রশ্ন করে থাকেন আরবদেশগুলোতে এখনো আহমদীয়াতের বিস্তারলাভ করেনি কেন বা আরবদেশসমূহে আহমদীদের সংখ্যা কম কেন?

জনাব তামিম আবু দাক্কা: আসলে আরবদেশগুলোতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ) এর সময় থেকেই আহমদীয়াতের বিস্তার লাভ করে এবং সেময় তার (আ) কিছু সাহাবীও আরবের ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হযরত তারাবিল্শি সাহেব (রা)। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ) এর সময়েই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবয় তিনি মসীহ মাওউদ (আ) আগমনের সত্যতা বিষয়ে একটি বই এবং কিছু কবিতাও লিখেছিলেন এবং তার বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ) এর পুস্তক হামামাতুল বুশরাতে উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে ভৌগলিক নৈকট্যের কারনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ) এর সাহাবীগণ মূলত: কাদিয়ান বা এর ভারতের অধিবাসী হলেও, আরবের অনেক সাহাবী ছিলেন যারা চিঠিপত্রের মাধ্যমে তার (আ) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ) এর সমসাময়িক যুগে অথবা তারও কিছু আগে থেকে অনেক ধার্মিক আরব তার (আ) এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং অনেককেই আল্লাহতায়ালা রুইয়া বা স্বপ্নের মাধ্যমে তার আগমনের বার্তা দেন। আর তারা তাদের সন্তানদের নসিহত করেছিলেন ভারতে যেতে এবং ইমাম মাহদীকে সন্ধান করতে অথবা হযরত মসীহ মাওউদ (আ) এর কোনো অনুসারী আসলে তার মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতে যোগ দিতে। এছাড়াও মসীহ মাওউদ (আ) এর সময়েই তখনকার পুরাতন সিরিয়া প্যালেস্টাইনের বিলাদুস্সামে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় আর দ্বিতীয় খলিফা, হযরত খলিফাতুল সানি (রা) এর সময়ে সিরিয়া, জর্ডান আর মিশরের কিছু জায়গায় আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও হযরত মসীহ মাওউদ (আ) এর সময় থেকেই আরবদেশে আহমদীয়াতের বিস্তারলাভ করেছিল, এবং পরবর্তীতে হযরত খলিফাতুল সানি (রা) এর যুগে আরো আহমদীয়াতের বিস্তার লাভ করে, কিন্তু সেসময় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিক পরিস্থিতি, বিশেষকরে, প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের সমস্যার কারনে তাদের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পরে এবং তারা কেন্দ্রের সাথে ৩০-৩৫ বছর যোগাযোগ রাখতে পারেনি।

পঞ্চাশের দশক থেকেই আরববিশ্ব আহমদীদের সম্মান করতো, আহমদীদের সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষন করতো। এবিষয়ে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্যালেস্টাইনের গ্রান্ড মুফতি, প্যালেস্টাইন বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেন, যেখানে আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রা) কে অমন্ত্রণ করেন এবং খলিফা সানি (রা) সেই অনুষ্ঠানে যোগদানও করেন। সেসময় জর্ডান ও আরবের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্যালেস্টাইনের স্বার্থরক্ষায় আহমদীয়া জামাতের অবদান এবং আফ্রিকায় খ্রিস্টান মিশনারীদের মোকাবেলায় আহমদীয়া জামাত কার্যক্রমকে প্রশংসা করে প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয় আর আরববিশ্ব এই বিষয়গুলো ভালোভাবেই অবহিত ছিল। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রা) এর অবদানকে সেসময় আরববিশ্ব যেমন শ্রদ্ধা করত এর সাথে সেময়ে পকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা) সাহেবও আরববিশ্বে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সেসময় তিনি প্যালেস্টাইনসহ আরবের বিভিন্ন সমস্যায় কূটনীতিক অবদান রাখেন, আর আরববিশ্ব তার এই অবদানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকে। মূলত: পাকিস্তান রাষ্ট্রের উত্থানের পর থেকেই খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রা) ও চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা) এর কারনে আরবরাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়।

কিন্তু পঞ্চাশের দশকে মাওলানা মওদুদীর দর্শন যা আহমদীদের অমুসলিম হিসেবে পরিচিত করার আন্দোলন পাকিস্তান ও আরববিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় আরববিশ্ব বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ধারণা পোষন করা শুরু করে। এরসাথে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সেমময়ে আহমদীদের বিপক্ষে কাজ করে থাকে, কারন ব্রিটিশ বা পাশ্চাত্যশক্তিগুলোর আকাঙ্খা ছিল আরবদেশগুলো ঐক্যবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং তাদের মধ্যে একধরণের খিলাফত থাকবে কিন্তু এই খিলাফত নিয়ন্ত্রিত হবে পশ্চিমাদের দ্বারা। এই উদ্দেশ্যে তখনকার মিশরের রাজা ফারুককে তারা মুসলমানদের জন্য খলিফা হিসেবে উপস্থাপন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন, পাকিস্তান ও মিশরের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আহমদী ও চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা) সাহেবকে অমুসলিম বলতে শুরু করে। আর তারা এটা এজন্যই করে যাতে তারা আহমদীয়া ঐশী খিলাফতকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। কারন, সেসময় আহমদীয়া জামাতের খিলাফত ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং এক খিলাফত ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় আর এক খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে, একারনে তারা চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা) ও আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা রটাতে থাকে এবং আহমদীদের অমুসলিম বলতে থাকে। সেসময় মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ড মুফতি ও তার অনুসারীগণ চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা) ও আহমদীয়া জামাতের বিপক্ষে লিখতে শুরু করে এবং আহমদীদের কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রচারণা শুরু করে। কিন্তু খুব দ্রুতই আরবের অনেক আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব এই ধরনের প্রচারের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং তারা বলতে শুরু করে যদি চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা) সাহেবের মতো ধার্মিক ও মহান ব্যক্তি যদি কাফের হন তবে তারাও কাফের। তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ভীষন রাগান্বিত হয়ে পরেন, এবং তারা আল আজহারের গ্রান্ড মুফতিকে অপসারণের দাবী জানাতে শুরু করেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত হবে)

অনুবাদক-সালেহ আহমদ সাহেব, বোস্টন, ম্যাসাচুসেট্স্